বয়সের ব্যবধান

● নাসিমা হোসেন

আমাদের সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বিয়ে। আগের যুগে প্রধানত অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী ছেলেমেয়েরা বিয়ে করত। নিজস্ব পছন্দ বলতে তেমন কিছু ছিল না। এখন যুগ বদলেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনায়াসে তাদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছে। অভিভাবকরাও অনেক ক্ষেত্রেই মেনে নিচ্ছেন তাদের পছন্দকে। তাই বলে কি সুখের হচ্ছে সেসব বিয়ে অথবা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে সেসব সংসার? অনেকে আবার বয়সের ব্যাপারটাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেউ বলছেন বয়সের ব্যবধান থাকা ভালো, আবার কেউ বলছেন সমান বয়স হলেও ক্ষতি নেই। এ ব্যাপারে তিনটি ধাপে আলোচনা করা যেতে পারে বিষয়গুলো অর্থাৎ আমাদের মা-খালাদের সময়, আমাদের সময় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সময়।

আমাদের মা-খালাদের দিনে খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। ১০-১১ বছর বয়স হলেই মনে করা হতো মেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে, এবার তার বিয়ে দেয়া দরকার। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে। আমার বাবা তখন সরকারি চাকরি করেন। বাবার বয়স তখন ২৮ বছর। তাদের দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল ১৫ বছর। আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি আমার বাবা আমার মাকে কী অসম্ভব ভালবাসতেন। আমার মা একটু রাগী ছিলেন, বাবা ছিলেন সহজ সরল মাটির মানুষ। মা সব ব্যাপারে খুব অনিয়ম করতেন, তা নিয়ে বাবার চিন্তার শেষ ছিল না। মায়ের অনিয়ম করা নিয়ে বাবা আমাদের কাছে খুব অভিযোগ করতেন। সেই অভিযোগের মধ্যেও ছিল মায়ের প্রতি বাবার অপরিসীম মায়া-মমতা আর ভালবাসা। এখানে আসলে বয়সটা কোনো ব্যাপার নয়। মায়ের প্রতি বাবার অগাধ ভালবাসা, ত্যাগ আর ধৈর্যই সংসারটাকে সুন্দর করে রেখেছিল। বয়সে অনেক ছোট হওয়ায় বাবা মাকে সব সময় আগলে রাখতেন একটা বটবৃক্ষের মতো।

আরেকটি উদাহরণের দিকে তাকাই। সান্ত্বনা আজমল। বয়স ৪০। স্বামী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। স্বামীর সঙ্গে মিসেস সান্ত্বনার বয়সের পার্থক্য ১৭ বছর। তার মুখ থেকেই শোনা যাক তার সংসার জীবনের কথা : আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি তখন বাবা আমার বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ে সম্পর্কে কোনো ধারণাই তখন আমার ছিল না। যার কারণে দীর্ঘদিন বাবার বাড়িতে থাকতে হয়েছে। স্বামী মাঝে মধ্যে আসতেন। এরই মধ্যে বড় ছেলের জন্ম। এরপর স্বামীর সঙ্গে চলে আসি নিজের সংসারে। আমার স্বামী আমাকে কখনই বুঝতেন না। আমার চাওয়া-পাওয়া, শখ-আহ্লাদের প্রতি তার কোনো খেয়াল ছিল না। অভাবের সংসার ছিল। যার কারণে সেলাইয়ের কাজ করে আমার ছেলে দুটিকে আমি মানুষ করেছি। আমার মতে, বয়সের ব্যবধান খুব বেশি হলে সেখানে বোঝাপড়াটা ভালো হয় না।

মিসেস সালমা। বয়স ২৫। স্বামী সাইদুর রহমান, বয়স ৩০ বছর। মিসেস সালমার মতে, আমাদের সংসার মোটামুটি সুখের। দুজনই যেহেতু চাকরি করি, তাই বাইরে থাকতে হয় অনেকটা সময়। বাসায় ফিরে দুজনই শেয়ার করে কাজ সেরে ফেলি। এর মাঝেও যে ঝগড়া হয় না তা নয়, তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাইদুর বললেন, আমি সালমাকে বোঝার চেষ্টা করি। ও যেহেতু চাকরি করে, তাই অনেকটা সময় ওকে বাইরে থাকতে হয়। বাড়ি ফেরার পর সংসারের কাজগুলো যদি ওকে একা সামলাতে হয় তাহলে ওর ওপর চাপ পড়ে যাবে। তাই আমিও তাকে সাহায্য করি।

বোঝা যাচ্ছে এদের দুজনের মাঝে সমঝোতাটা ভালো। আসলে সমঝোতা হচ্ছে দাম্পত্য জীবনে সুখ, স্থিতিশীলতা এবং পূর্ণতা আনার একটি বিরাট শর্ত।

নীলা ও মাসুদ। দুজন ছিলেন সহপাঠী, এখন স্বামী-স্ত্রী। দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ খিটিমিটি লেগেই থাকে। বয়সে সমান হওয়ায় দুজনই দুজনার ওপর কর্তৃত্ব করতে চান। কেউ কাউকে ছাড় দিতে চান না। ছোটখাটো বিষয়গুলো মাঝে মাঝে বিরাট আকার ধারণ করে। নীলা একবার বাবার বাড়ি চলেও গিয়েছিলেন। মাসুদ গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছেন। মাসুদের মতে, যেহেতু পরিবারের অমতে আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছি, তাই দুজনকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমার ধৈর্য একটু কম, অল্পতেই রেগে যাই। সেক্ষেত্রে নীলাকেই ব্যাপারগুলো সামাল দিতে হয়।

অপরদিকে মুক্তা ও শাহীন খুব সুখেই সংসার করছে। তারাও সহপাঠী ছিলেন। সমান বয়সটা তাদের জন্য কোনো জরুরি বিষয় নয়। তাদের মতে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসাই একটা সংসারকে সুখী করে তোলে।

আমরা যতই এটা-ওটার দোষ দিই না কেন, আসল কথা হলো সমঝোতা। একজনের মতের প্রতি অন্যজনের শ্রদ্ধা থাকতে হবে। দুজন মানুষের মতামতের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই বলে প্রত্যেকেই যার যার গোঁ ধরে বসে থাকবে, নিজের মতো থেকে একচুল নড়বে না, তাহলে তো আর দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের হতে পারে না। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর নিজ নিজ মতের পরিবর্তন করতে হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী। স্বামী যদি একটি কথা বলে, স্ত্রীর পছন্দ না হলে বুঝিয়ে স্বামীকে নিজের মতে আনতে হবে। স্বামীর ক্ষেত্রেও স্ত্রীর ব্যাপারে একই মনোভাব থাকা অত্যাবশ্যক। আসলে মনের মিল থাকতে হবে, তবেই আসবে অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা। কিছু ছাড়তে হবে, কিছু নিতে হবে। এটাই সমঝোতা। ■